

প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা



প্রশ্ন ▶ ১ গ্রামের কৃষক শ্যামা প্রধান। দুই ছেলে বারাজু ও চাকিদ্দি। শ্যামা প্রধান মৃত্যুর আগে ছোট ছেলে চাকিদ্দিকে বড় ছেলে বারাজুর হাতে সমর্পণ করে যায়। এক সময় দুই ভাই মিলে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য যখন বাড়ির মাটি খুঁড়ে পিলার স্থাপন করতে যায় তখন দেখতে পায় বহুকালের পুরোনো অনেক বাসন কোশন, মানুষের ব্যবহৃত অনেক যন্ত্রপাতি। যতই মাটি খোঁড়া হচ্ছে ততই বেরিয়ে আসছে বহুকাল পূর্বে ব্যবহৃত মুদ্রা, খালা বাসন, চাকু, তরবারী, শিকারের যন্ত্রপাতি। শ্যামা প্রধানের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি এখন দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত এক জনপদ।

◀ **শিখনফল: ১**

- ক. Eolithic age এর বাংলা অর্থ কী? ১
- খ. উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের ব্যাখ্যা দাও। ২
- গ. কৃষক শ্যামা প্রধানের বাড়ির মাটির নিচে পাওয়া জিনিসপত্র কীসের ধারণা প্রকাশ করে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত পুরোনো জিনিসপত্র সম্পর্কিত ধারণা লাভের উৎসগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক Eolithic age এর বাংলা অর্থ হলো উষা প্রস্তর যুগ।

খ ৩৫,০০০-১০,০০০ খ্রিষ্ট পূর্ব সময়কে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ ধরা হয়। এ সময়কার প্রস্তর অস্ত্রগুলোকে ফ্রান্সের তিনটা জায়গার নাম অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এ সময় মানুষ খুব চিকন লম্বা ফলার মতো অস্ত্র বানিয়েছে। এ সময়কার সংস্কৃতি নিশ্চিতভাবে আমাদের মতো মানুষেরই সৃষ্টি। এ সময় মানুষ কেবল পাথর নয়, হাড় দিয়েও নানা প্রকার অস্ত্রপাতি বানিয়েছে। হাড় দিয়ে মানুষ সূচ, আল, মাছ ধরার বড়শি বানাতে আরম্ভ করেছে।

গ কৃষক শ্যামা প্রধানের বাড়ির মাটির নিচে পাওয়া জিনিসপত্র প্রত্নতত্ত্বের ধারণা প্রকাশ করে।
প্রত্নতত্ত্ব নৃবিজ্ঞানের একটি শাখামাত্র। Archaeology শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Archaeos থেকে। Hobel তার Anthropology: The study of Man গ্রন্থে বলেন, প্রত্নতত্ত্ব আদিম মানুষের পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং তাদের সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদসহ বস্তুগত সংস্কৃতির যে সকল দিক এখনো উদ্ধার হয়নি সেগুলো উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত। প্রত্নতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীনকালের মানুষের ইতিহাস খুঁজে বের করা। পৃথিবীর স্তরভেদ করে ধীরে ধীরে তার রহস্য পর্দা সরিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন মানুষের চিহ্ন খুঁজে বের

করেন। প্রাচীনকালের মানুষ যা ব্যবহার করতো, তাদের সত্যিকার ব্যবহৃত আসবাবপত্র, তাদের হাতের যন্ত্রপাতি, যা কিছুতে প্রাচীনকালের মানুষের অবস্থানের স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় তার সব কিছুই প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার উপাদান যোগায়।

ঘ প্রত্নতত্ত্বের নানাবিধ উৎস বিদ্যমান যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো—

অনেক সময় সমাজের অনেক বয়স্ক ব্যক্তির নিকট থেকে শোনা কোনো স্থানীয় ইতিহাস বিষয়ক তথ্যাদি প্রত্নতত্ত্বে নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। প্রাচীন সাহিত্য, মানব বসতির অবস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় দেশের বিভিন্ন জাদুঘর কিংবা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের ধারণা বা জ্ঞান প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী তত্ত্ব নির্মাণ করতে গেলেই অনুসিন্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, যা প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন— জাদুঘর, গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস ইত্যাদিও প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন ▶ ২ সূজনদের জমিতে এবার ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে ধানের প্রয়োজন তারও অধিক ধান গোলাজাত হওয়ায় খাদ্যের অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। এজন্য তার পরিবারের লোকেরা অন্য কাজে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ বেশি পাবে। এ কথা বলা হয় যে, সভ্যতা হলো কৃষিজ ব্যাপার। কেননা, কৃষি অর্থনীতির উদ্ভবের কারণেই মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী জীবনের সূত্রপাত ঘটায়; যা মানব ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক ঘটনা।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. আগুনের আবিষ্কার হয় কোন যুগে? ১
- খ. প্রত্নতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের বৈপ্লবিক ঘটনাটি প্রাগৈতিহাসিক কালের কোন যুগের ইজিত বহন করে? তার বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উক্ত বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক ব্যবসার সাফল্য ব্যাখ্যা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আগুনের আবিষ্কার উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগে হয়।

খ খনন কাজ থেকে উদ্ধারকৃত হাতিয়ার, তীর, ধনুক, স্থাপত্য, আসবাবপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবসমাজ সম্পর্কে গবেষণার বিষয় হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। অতীত যুগের মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার

মাধ্যমে যেসব যুগের মানুষের সমীক্ষা বা অধ্যয়নই হলো প্রত্নতত্ত্ব। অর্থাৎ অতীত যুগের মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে জ্ঞান আহরণই হলো প্রত্নতত্ত্ব।

গ উদ্দীপকের বৈপ্লবিক ঘটনা নতুন প্রস্তর যুগ বা নবপলীয় যুগের ইজিত করে।

কৃষির আবিষ্কারের ফলেই সভ্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। বস্তুত ফলমূল সংগ্রহ ও শিকারের স্থলে কৃষি অর্থনীতির উদ্ভব ঘটায় মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে এবং নতুন প্রস্তর যুগে তারা স্থায়ী জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। কৃষি অর্থনীতি নির্ভর স্থায়ী গ্রাম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় গ্রামীণ জীবন। আস্তে আস্তে কৃষির উদ্ভূত শস্যের ভিত্তিতে অন্য পেশাজীবী সেখানে বাজার ও শহর ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকের উল্লিখিত সূজনদের জমিতে এবার ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে ধানের প্রয়োজন তারও অধিক ধান গোলাজাত হওয়ায় খাদ্যের অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। এজন্য তার পরিবারের লোকেরা অন্য কাজে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ বেশি পাবে। একথা বলা হয় যে, সভ্যতা হলো কৃষিজ ব্যাপার। কেননা, কৃষি অর্থনীতির উদ্ভবের কারণেই মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে স্থায়ী জীবনের সূত্রপাত ঘটায়, যা মানব ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক ঘটনা।

ঘ নতুন প্রস্তর যুগ বা নবপলীয় বিপ্লবের আর্থসামাজিক সাফল্য বিশ্লেষণ করা হলো—

১. নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ খাদ্যসংগ্রহ অর্থনীতির স্থলে খাদ্য উৎপাদন অর্থনীতির প্রবর্তন করে।
 ২. নতুন প্রস্তর যুগের অধিবাসীরাই প্রথম মানুষ যারা বীজ বপন, গাছপালা লাগানো এবং ফসল কাটা ও তা প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে কৃষি কাজের শুভ সূচনা করে।
 ৩. এ যুগের মানুষই পশুপালন অর্থনীতির উদ্ভাবক। পশুপালন অর্থনীতি যে ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকার অর্থনীতির চেয়ে উন্নত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পশু শিকারে খাদ্যের নিশ্চয়তা আসেনি। তবে খাদ্যের যোগানে নিশ্চয়তা আসে।
 ৪. কৃষি অর্থনীতি উদ্ভবের ফলে খাদ্যের নিশ্চয়তা আরও বৃদ্ধি পায়। কেবল তাই নয়, কৃষিতে উদ্ভূত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। উদ্ভূত ফসলের ওপর ভিত্তি করে সমাজের লোকজন আবার নানা পেশার সৃষ্টি করে।
 ৫. নতুন প্রস্তর যুগেই মানুষ সর্বপ্রথম যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসবাসের জীবন শুরু করে।
 ৬. নতুন প্রস্তর যুগে যেহেতু কৃষি অর্থনীতি প্রবর্তিত হয়, তাই কৃষি ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হয়।
 ৭. নতুন প্রস্তর যুগে কৃষি অর্থনীতি নির্ভর স্থায়ী গ্রাম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় গ্রামীণ জীবন।
- মূলত উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ নতুন প্রস্তর বা নবপলীয় বিপ্লবের ফলে অর্জিত আর্থসামাজিক সাফল্য।

প্রশ্ন ৩ ওম প্রকাশ পেশায় মুচি, বিহার রাজ্যের জালান্দর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে হোসিয়াপুরে নিজের দোকানে কাজে ব্যস্ত তিনি। ভারতে এবারের লোকসভা নির্বাচনে তিনি রাজ্যের একটি আসনে লোক জনশক্তি পার্টি (এল জে এস পি) থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন। ওম প্রকাশের সমালোচনা করতে গিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রার্থী মন্তব্য করেন ওম প্রকাশকে ভোট দিলে সেই যুগে ফিরে যেতে হবে যেই যুগের প্রধান আবিষ্কার ছিল পশুপালন

ও কৃষি কাজ। তাঁদের কাজ, ঘরবাড়ি নির্মাণ, নৌকা তৈরি, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈরি ছাড়া ওম প্রকাশের মাথায় আর কোনো বুদ্ধি বিহার রাজ্যের মানুষ আশা করতে পারে না। **শিখনকল্প: ৩**

- ক. উয়ারী-বটেশ্বর কী? ১
- খ. মহাস্থানগড়ের অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. ওম প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর দেওয়া তথ্যে কোন যুগের আবিষ্কারসমূহ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. ওম প্রকাশের সমালোচনা করতে গিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যে যুগের চিত্র তুলে ধরেছেন সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে সেই যুগের প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

তনং প্রশ্নের উত্তর

ক উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশে সম্প্রতি আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

খ বগুড়ার মহাস্থানগড় বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মলিপিতে এক পুন্ডনগল বা পুন্ডনগরের উল্লেখ আছে। এ পুন্ডনগলই বোধ হয় ছিল তদানীন্তন পুন্ডের রাজধানী। বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়, বগুড়া জেলা শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এর পূর্ব দিকে করোতোয়া নদী প্রবাহিত। বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন নগরী মহাস্থানগড়ের দৈর্ঘ্য ১,৫২৪ মিটার এবং প্রস্থ ১,৩৭১ মিটার।

গ ওম প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর দেওয়া তথ্যে নব্যপ্রস্তর যুগের আবিষ্কারসমূহের চিত্র ফুটে উঠেছে। নিচে নব্যপ্রস্তর যুগের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

মূলত প্লাইস্টোসিনের শেষ ভাগে বা হলোসিনের প্রারম্ভ থেকে খ্রিস্টের জন্মের সাড়ে ৩ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত নব্য প্রস্তর যুগ। এ যুগের প্রধান আবিষ্কার পশুপালন ও কৃষি কাজ। পুরোনো প্রস্তর যুগের মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে পারেনি। তাদের খাদ্যনির্ভর করেছে প্রকৃতির সরবরাহের ওপর।

কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির নয়। এ যুগের মানুষ সে প্রকৃতিকে কিছুটা আয়ত্তে এনে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে শিখেছে। নব্য প্রস্তর যুগের বয়স প্রাচীন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতির বয়সের তুলনায় অনেক কম। এ যুগের এসব উন্নতি লক্ষ করে নৃবিজ্ঞানী Gordon childe এ যুগকে নবোপলীয় বিপ্লব বলে আখ্যা দেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় নব্যপ্রস্তর যুগের বয়স প্রাচীন প্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতির বয়সের তুলনায় অনেক কম।

ঘ ওম প্রকাশের সমালোচনা করতে গিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নব্য প্রস্তর যুগের চিত্র তুলে ধরেছেন। নিম্নে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রভাব মূল্যায়ন করা হলো:

যেকোনো সমাজের মৌলিক ভিত্তি হলো সামাজিক সংগঠন। নব্যপ্রস্তর যুগে যেকোনো ধরনেরই হোক একটা কিছু সামাজিক সংগঠন ছিল, যা গোষ্ঠী-জীবনের শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখত। এ যুগে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি ছিল টোটেম বিশ্বাস। অর্থাৎ তারা বিশেষ কোনো বৃক্ষ, জন্তু বা অন্য কোনো কিছুকে কুসংস্কার বলে পূজা করত। এ ধরনের বিশ্বাস কিংবা প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো গোত্র কোনো প্রাণীর সাথে বা কোনো গাছপালার সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। এ যুগে প্রত্যেকটি গ্রাম বা সংগঠনই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ জীবন

ধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য ও উপকরণ গ্রামের মানুষ নিজেরাই করত। এ যুগের মানুষ কৃষি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। আর তারা এর মাধ্যমে প্রকৃতিকে বসে আনতে সক্ষম হয়। Gordon বলেন, নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে মানুষের বস্তুনিষ্ঠ জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে গেল।

প্রশ্ন ▶ ৪ রোহান কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র। একদিন সে তার বাবার সাথে কুমিল্লায় অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষটি দেখতে যায়। এটি বাংলাদেশের বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে একটি জাদুঘরও রয়েছে।

◀ শিখনফল: ৬

- ক. মানুষের প্রাচীন ইতিহাস কত বছরেরও অধিককাল ব্যাপ্ত? ১
- খ. প্রত্নতত্ত্বের উৎস বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ইজিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাস রচনায় উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান বিশেষ অবদান রাখতে পারে— বস্তুব্যাটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের প্রাচীন ইতিহাস ৪০ লক্ষ বছরেরও অধিককাল ব্যাপ্ত।

খ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীনকালের মানুষের ইতিহাস খুঁজে বের করার জন্য যেসব মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন সেসব মাধ্যমকে প্রত্নতত্ত্বের উৎস বলা হয়। প্রত্নতত্ত্বের নানাবিধ উৎস রয়েছে। যেমন— সাহিত্য উৎস, মৌখিক উৎস, যন্ত্রপাতি, স্থানীয় জ্ঞান, সরকারি উৎস, পূর্ব জরিপ ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ময়নামতির ইজিত রয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র রোহান তার বাবার সাথে কুমিল্লায় অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষটি দেখতে যায়। ধ্বংসাবশেষটি বাংলাদেশের বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে একটি জাদুঘরও রয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ময়নামতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কুমিল্লার ময়নামতিও বাংলাদেশের বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কুমিল্লা শহর হতে প্রায় ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে কোটবাড়িতে বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি। একাডেমির ১ মাইল দক্ষিণে ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ঐতিহাসিক ময়নামতি শাবলন বিহারের ধ্বংসাবশেষটি অবস্থিত। ধ্বংসাবশেষের সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে ময়নামতি জাদুঘর অবস্থিত। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ময়নামতির ইজিত রয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাস রচনায় ময়নামতি বিশেষ অবদান রাখতে পারে। কেননা ময়নামতিতে অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইতোমধ্যে আমাদের যা জানাতে সক্ষম হয়েছে তাহলো বাংলাদেশে বিশেষ করে কুমিল্লা অঞ্চলে কয়েকশত বছরব্যাপী বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধ সভ্যতার এক স্বর্ণযুগ কেটেছে। ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত তথ্য যদি সঠিক হয় তবে বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিহাসে ময়নামতির ধ্বংসাবশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে স্বীকৃত থাকবে। ময়নামতিতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ নির্মিত অলঙ্কারাদি, লোহার দ্রব্যাদি, মাঠ নির্মিত দ্রব্যাদি, মৃৎ পাত্রাদি,

অলঙ্কৃত ইট, প্রস্তর ভাস্কর্য, তামার পাত্র ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র তৎকালীন সমাজের জীবন ও সভ্যতার এক জীবন্ত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যে ও বর্ণনা সৌষ্ঠবে তৎকালীন শিল্পীরা অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছিল বলে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদগুলো সাক্ষ্য দেয়।

সুতরাং, উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাস রচনায় উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান অর্থাৎ ময়নামতি বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৫ মুগদাপাড়ায় প্রায় সারা বছর জলাবন্দ্বতা বিরাজ করে। ফলে জনগণ নানা দুর্ভোগ ও দুর্দশার মধ্যে দিন কাটায়। রফিক সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে এ অবস্থা দূর করার জন্যে এলাকার পাশের মজা খালটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ছোট ছোট নালা কেটে খালের সাথে সংযোগ করে দেন। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা করেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনগণের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলেন।

◀ শিখনফল: ৭

- ক. কিউনিফর্ম কী? ১
- খ. লৌহযুগ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সিন্ধু সভ্যতার কোন বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সভ্যতার অবদান কি নগর পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘কিউনিফর্ম’ হলো প্রাচীন সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম।

খ পাথর যুগের শেষ দিকেই ধাতুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে মানুষের। তামা আবিষ্কারের পর একসময় নগরসভ্যতা গড়ার যাত্রাপথে আরেকটি ক্ষমতাবান ধাতু ‘লোহার’ সন্ধান পায় মানুষ। তখন মানুষ লোহার অস্ত্র ব্যবহার করতে শেখে। একই সাথে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে থাকে লোহা দিয়ে। যেমন— তীরের ফলা, কুঠার, বর্শাসহ অনেক দ্রব্য। ইতিহাসের এই সময়টিকে লৌহ যুগ বলা হয়।

গ রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নগর পরিকল্পনা পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালির সুরক্ষিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা সিন্ধু সভ্যতার পূর্বে আর কোনো সভ্যতা এতটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখাতে পারেনি। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা পথের ধারে কূপ খনন করে। বাড়ির উঠানেও কূপ ছিল। স্বাস্থ্যসম্মত নগর তৈরির বিবেচনায় ছিল বলে মাটির নিচে সুরক্ষিত পয়ঃপ্রণালি তৈরি করা হয়। বাড়ির ময়লা পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ড্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রত্যেকটি ড্রেনকে আবার যুক্ত করা হয় মূল পয়ঃপ্রণালির সাথে।

উদ্দীপকে মুগদাপাড়ায় প্রায় সারা বছর জলাবন্দ্বতা বিরাজ করায় জনগণ নানা দুর্ভোগ ও দুর্দশায় পতিত হয়। রফিক সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর মজা খাল সংস্কার করে এবং ছোট ছোট নালা কেটে খালের সাথে সংযোগ করে দেয়। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা করেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করেন। যা সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে ইজিত প্রদান করে

ঘ উদ্দীপকের রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই সভ্যতা শুধু নগর পরিকল্পনার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের আরও কিছু অবদান রয়েছে। নিচে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো—

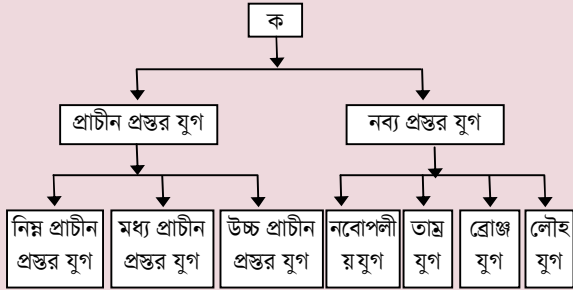
সিন্ধু সভ্যতার লোকজন ওজন পরিমাপের জন্যে বাটখারার ব্যবস্থা করেছিল। শক্ত পাথর দিয়ে এসব বাটখারা তৈরি করা হতো। ছোট বাটখারাগুলো ছিল চার কোণার আর বড়গুলো ছিল কৌনিক ও গোলাকার। তাছাড়া এই কাজে তারা ব্রোঞ্জ ও কাঠের ব্যবহারও করত। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্যে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা স্কেল ব্যবহার করত। পরিমাপ দণ্ডে নির্দিষ্ট ইঞ্চির ঘর কাটা থাকত।

সিন্ধু সভ্যতা স্থাপত্যিক নিদর্শন তৈরিতেও এগিয়ে ছিল। তাদের বসবাসের ঘরগুলো এমনভাবে তৈরি করা হতো যাতে আলো-বাতাস ঠিকমতো খেলা করতে পারে। তাদের তৈরি কয়েকটি প্রাসাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। শস্য জমা রাখার জন্যে তারা গুদামঘর তৈরি করে। এটি ছিল ৪৬×২৩ মিটার।

এই সভ্যতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বৃহৎ স্নানাগার। ঘরটির পরিমাপ ৩০×৩৩ মিটার। মাঝখানে সাঁতার কাটার জন্যে বড় চৌবাচ্চা ছিল।

সিন্ধু সভ্যতায় ভাস্কর্যের সন্ধানও পাওয়া যায়। যা থেকে তাদের ভাস্কর্য শিল্পে দক্ষতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। তাদের অধিকাংশ ভাস্কর্য ছিল পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি।

প্রশ্ন ▶ ৬



◀ শিখনফল: ২ ও ৬

- ক. পশুপালন অর্থনীতির চালু হয় কোন যুগে? ১
- খ. 'আগুনের আবিষ্কার জীবনধারণকে সুন্দর করে' ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'ক' স্থানটি পূরণ করে যুগের বিন্যাস ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ছকটি আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ— মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পশুপালন অর্থনীতি চালু হয় নব্যপ্রস্তর যুগে।

খ সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত করার মধ্যদিয়ে আগুনের আবিষ্কার জীবন ধারণকে সুন্দর করে।

সমরেন্দ্র নাথ সেন আগুনের আবিষ্কারকে এক বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। আগুন আবিষ্কারের ফলে মানুষ রান্না সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা ও রাতে আলো জ্বালাতে আগুন আবিষ্কার

সবকিছু সহজতর করে দেয়। তাই বলা যায়, আগুনের আবিষ্কার জীবন ধারণকে সুন্দর করে।

গ উদ্দীপকে 'ক' স্থানটিতে পূরণ হবে 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' কথাটি দিয়ে।

বর্ণমালা ও লিখিত ভাষা আবিষ্কারের পূর্বকার পৃথিবীর বিবর্তন ধারাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যুগের বিন্যাসে এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় সবচেয়ে দীর্ঘতম যুগ হলো প্রাচীন প্রস্তর যুগ। ঐতিহাসিক এ যুগ সম্পর্কে জানার জন্য জীবাশ্ম, গৃহচিত্র, হাতিয়ার ইত্যাদির ওপর নির্ভর করা হয়েছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগকে আবার নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও প্রাচীন প্রস্তর যুগ এ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির শেষধাপ হলো নব্যপ্রস্তর যুগ। এ যুগ মানব সভ্যতার ভিত রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাম্র যুগ হলো নবোপলীয়া যুগের সমাপ্তি থেকে শুরু হয়ে ৩০০০ অব্দ পর্যন্ত। তাম্র যুগের পরই ব্রোঞ্জযুগ এবং লৌহযুগ হলো প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তর।

সুতরাং 'ক' স্থানটি দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকটি আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ।

আজকের আধুনিক সভ্যতা একদিনে আসেনি। অনেক যুগের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও অনেক ধাপ মানুষকে আধুনিক সভ্যতায় আনয়ন করেছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভর ছিল। নব্যপ্রস্তর যুগে চাকা আবিষ্কার, বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারণা জন্মায়। নব্য প্রস্তর যুগে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। সভ্যতার ইতিহাসে এ কারণেই নব্য প্রস্তর যুগকে নবোপলীয়া বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়। এ যুগেই মানুষ নিজেরা খাদ্য উৎপাদন শুরু করে। প্রকৃতিনির্ভর জীবনব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে স্বনির্ভর জীবনব্যবস্থাকে বেছে নেয়। নব্য প্রস্তর যুগেই মানুষ খাদ্য মজুদ করতে শিখেছিল। ব্রোঞ্জ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। এ সময় মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। ষাঁড়চালিত গাড়ি আবিষ্কৃত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করার চিন্তাভাবনা শুরু করে। লোহা আবিষ্কার ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাপক উন্নতির কারণে লৌহ যুগকে আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি বলা হয়। আধুনিক যানবাহন তৈরি এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

আজকের আধুনিক সভ্যতার শিল্পায়ন ও নগরায়ন মূলত লৌহসভ্যতারই অকৃত্রিম সৃষ্টি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকটি আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ।



প্রশ্ন ▶ ১ শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক তৌহিদ স্যার বলেন, একটি যুগের প্রধান আবিষ্কার ছিল পশুপালন ও কৃষিকাজ। নৃবিজ্ঞানী ভের গার্ডন চাইল্ড উক্ত যুগকে “নবোপলীয় বিপ্লব” বলে আখ্যায়িত করেছেন।

◀ **শিখনফল-৩**

- ক. ময়নামতি কোন রাজার সুযোগ্য কন্যা ছিলেন? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতায় বাড়িঘরের কাঠামো কীরূপ ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত যুগের সামাজিক সংগঠনের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উক্ত যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশ, বিনিময় প্রথা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে তোমার ধারণা বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ময়নামতি মেহেরকুলের রাজা তিলক চাঁদের সুযোগ্য কন্যা ছিলেন।

খ সিন্ধু সভ্যতায় বাড়িগুলো একতলা ও দোতলা ছিল। বেশিরভাগ বাড়িই শুকনো ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। প্রত্যেক বাড়িতেই পানির ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে বাড়িতে বৈঠকখানা, গোসলখানা ও স্যানিটারি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত যুগটি হলো নব্যপ্রস্তর যুগ। কেননা উদ্দীপকে দেখা যায়, বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক তৌহিদ স্যার শ্রেণিকক্ষে বলেন, একটি যুগের প্রধান আবিষ্কার ছিল পশুপালন ও কৃষি কাজ। নৃবিজ্ঞানী ভের গার্ডন চাইল্ড উক্ত যুগকে নবোপলীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন যা নব্যপ্রস্তর যুগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নব্যপ্রস্তর যুগের সামাজিক সংগঠনের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো—

যেকোনো সমাজের মৌলিক ভিত্তি হলো সামাজিক সংগঠন। নব্যপ্রস্তর যুগেও যেকোনো ধরনেরই হোক একটা সামাজিক সংগঠন ছিল যা গোষ্ঠী জীবনে শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখত। এ যুগে সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি ছিল টোটেম বিশ্বাস। অর্থাৎ তারা বিশেষ কোনো বৃক্ষ বা জন্তু বা অন্য কিছুকে কুসংস্কার বলে পূজা করত। এ ধরনের বিশ্বাস কিংবা প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো গোত্র কোনো বিশেষ প্রাণী বা গাছপালার সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। এছাড়া এ যুগের মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের ভিত্তি ছিল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার।

ঘ নব্যপ্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশ, বিনিময় প্রথা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে আমার ধারণা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

সাংস্কৃতিক বিকাশ যে কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর অন্যতম দিক। নব্যপ্রস্তর যুগেও এর ব্যতিক্রম নয়। নব্যপ্রস্তর যুগে সাংস্কৃতিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য সংযোজনের মধ্যে রয়েছে মৃৎশিল্প, বন্যপশুকে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তরিত করা, কৃষিকাজে বিভিন্ন হাতিয়ারের ব্যবহার, বয়নশিল্প ও স্থাপত্যশিল্পের উদ্ভব, স্থায়ী বসতি নির্মাণ কৌশল, বাগিচা বা উদ্যান চাষাবাদ, বিনিময় ব্যবস্থা, অতি প্রাকৃত শক্তিকে বিশ্বাস, যাদুবিদ্যা, উদ্ভূত ও সঞ্চার, সম্পত্তি চেতনা ইত্যাদি।

নব্যপ্রস্তর যুগে একটা বা দুটো দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় সীমাবদ্ধ ছিল। তখন যার যা প্রয়োজন সেজন্য বিনিময় ইচ্ছুক অন্য ব্যক্তি খুঁজে নেওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বিনিময় শুধু ফসল, লবণ বা মৃৎপাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। উদ্ভূত ফসল যত বেড়েছে, বিনিময়ের সামগ্রী তত বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় নানা জাতীয় দ্রব্যাদি বিনিময়ে ইচ্ছুক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্য থেকে পরস্পরের অভাব ও উদ্ভূত যথাক্রমে পরস্পরের উদ্ভূত ও অভাবের সাথে মিলে যায় এমন দুই ব্যক্তিকে সমন্বিত করা সম্ভবত দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। আর এ অসুবিধা দূর করার জন্যই বিনিময় মাধ্যম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ২ তন্ময় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সম্পর্কে জানতে পারে। উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি কতগুলো ছোট পাহাড়ের সমন্বিত রূপ এবং এটি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। এটি ৮ম শতাব্দীতে রাজা বৃন্দদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৫ সালে খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহারটিও উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে অবস্থিত।

◀ **শিখনফল-৬**

- ক. কোনটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার? ১
খ. প্রত্নতত্ত্বের যে উৎসটি মানব সমাজকে একে একটি যুগে বিভক্ত করেছে উক্ত উৎসটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ইজিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আনন্দ বিহার বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার।

খ মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মানব সমাজকে একেকটি যুগে বিভক্ত করেছে।

মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারের ভিত্তিতে মানুষের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : পুরোনো প্রস্তর যুগ, নতুন প্রস্তর যুগ ও ধাতু যুগ। ধাতু যুগকে কেউ কেউ দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ। প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ বিভাগের ভিত্তি যদিও হাতিয়ার তৈরির উপকরণ ও কৌশল, তবে এই যুগ বিভাগ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ময়নামতির ইজিত রয়েছে। কেননা ময়নামতি কতকগুলো ছোট পাহাড়ের সমন্বিত রূপ এবং এটি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তন্ময় পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলাদেশের যে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সম্পর্কে জানতে পেরেছে সেটি কতকগুলো ছোট পাহাড়ের সমন্বিত রূপ এবং কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। তন্ময় আরও জানতে পেরেছে যে, এটি ৮ম শতাব্দীতে রাজা বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৫ সালে খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয় যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ময়নামতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা ময়নামতিও ৮ম শতাব্দীতে রাজা বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৫ সালে খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া তন্ময় আরও জানতে পেরেছে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দিরটি উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে অবস্থিত যা ময়নামতিকে নির্দেশ করে। কেননা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দির ‘আনন্দবিহার’ ময়নামতিতেই অবস্থিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য থেকে বলা যায়, এখানে ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ইজিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা বলতে পারি এখানে ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের প্রতি ইজিত দেওয়া হয়েছে। কেননা, ময়নামতি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত এবং এটি ৮ম শতাব্দীতে রাজা বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন ইতিহাস হতে জানা যায়, খ্রিস্টীয় ৯ম-১০ শতাব্দীতে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা এ সমতট ভূভাগে রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মধ্য একজন প্রখ্যাত রাজা ছিলেন মানিক চন্দ্র। মানিক চন্দ্র সম্ভবত পাটিকারা ও মেহেরকুলের রাজা ছিলেন। রাজা মানিক চন্দ্রের স্ত্রী রানী ময়নামতির পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র (গোজীচাঁদ) মেহেরকুল, পাটিকারা এবং বিক্রমপুর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন। স্বামী মানিক চন্দ্রের দেহত্যাগের পর হতে পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত তিনি দীর্ঘকাল মেহেরকুল ও পাটিকারা রাজ্যের শাসনকার্য সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন। ময়নামতি মেহেরকুলের রাজা তিলক চাঁদের সুযোগ্য কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার অন্যতম মহীয়সী মহিলা ও শিবাবতীর গুরু গোরক্ষণায়ের উপযুক্ত শিষ্যা। তিনি অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন, মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ও অপূর্ব রাজনীতি জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তার কর্ম ও সাধনাক্ষেত্রের নাম তার পবিত্র নামে চিহ্নিত হওয়াতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একদা তিনি কী রকম লোকমান্যা ছিলেন। নাথ গুরুদের তথা ময়নামতির গোবিন্দ চন্দ্রের (গোজীচাঁদ) অবদান

অবলম্বনে খুব সম্ভব প্রাচীন যুগেই নাথ-গীতিকা রচিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ প্রাচীন সাহিত্য আমাদের নিকট পৌঁছায়নি। তবে অর্ধ শতাব্দী আগেও কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলে ময়নামতি গোজীচাঁদ সম্বন্ধীয় পালাগান গীত হতো। সেখানকার লোকসংগীত অনুযায়ী রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের মা রানী ময়নামতির নাম অনুসারে এ স্থানের নাম হয় ময়নামতি। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রদত্ত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি অর্থাৎ ময়নামতির ৮ম শতাব্দীতে পত্তন হয়।

প্রশ্ন ৩ শিক্ষা সফরের জন্য স্কলারসহোমের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এমন একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানকে নির্বাচন করল যেটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জেলায় অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে গর্ত বসতি এর অন্যতম আকর্ষণ।

◀ শিখনফল-৬

- | | |
|--|---|
| ক. ‘হাইডেলবার্গ মানব’ কোন যুগের প্রতিনিধি? | ১ |
| খ. কৌটিল্য মুড়া সম্পর্কে যা জানো লিখ। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ইজিত রয়েছে? | ৩ |
| ব্যাখ্যা করো। | |
| ঘ. বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা বিকাশে উক্ত প্রত্নস্থানের অবদান মূল্যায়ন করো। | ৪ |

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাইডেলবার্গ মানব নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রতিনিধি।

খ শালবন বিহার থেকে ৩ মাইল উত্তরে ময়নামতি সেনানিবাস এলাকায় আবিষ্কৃত হয়েছে ‘কৌটিল্য মুড়া’ নামক অসাধারণ একটি পোড়াকীর্তি। এখানে আবিষ্কৃত ত্রিপুর স্তূপটি বৌদ্ধধর্মের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথা বুদ্ধ বা জ্ঞান, ধর্ম বা ন্যায় এবং সংঘ বা শৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ স্তূপগুলোর মাধ্যমে খুব সহজেই অনুমেয় এখানে একসময় বৌদ্ধধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতির খুব প্রভাব ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এ ধরনের স্থাপত্যকীর্তি ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

গ উদ্দীপকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে উয়ারী-বটেশ্বরকে ইজিত করেছে।

উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশে সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। দেশে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে এটি একটি চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলা নরসিংদীর বেলাব উপজেলার উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে প্রত্নস্থানটি অবস্থিত। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। এখানে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে স্বল্প মূল্যবান পাথরের পুঁতি, নবযুক্ত মৃৎপাত্র, সিরামিকস, ছাপাজিকত রৌপ্যমুদ্রা ইত্যাদি। উয়ারী-বটেশ্বরের আড়াই হাজার বছর আগে ব্রহ্মপুত্র নদ এলাকায় গড়ে ওঠা বাংলাদেশের এ প্রাচীন জনপদ সম্পর্কে জানা যায়। ষষ্ঠ শতক থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত উয়ারী-বটেশ্বর ছিল মহাজনপদ। এখানেই পাওয়া গেছে গর্ত করে বসবাসের উপযোগী ঘরের চিহ্ন বা গর্ত বসতি।

উদ্দীপকে স্কলারসহোমের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের জন্য যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে নির্বাচন করেছে তার সাথে উপরে আলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উয়ারী-বটেশ্বরের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে উক্ত প্রত্নস্থান অর্থাৎ উয়ারী-বটেশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম মহা জনপদ। দুর্গ নগরটি ছিল সেই মহাজনপদের রাজধানী। এখানে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে ছাপাজিকত রৌপ্যমুদ্রা ও মুদ্রাভাণ্ডার, যা প্রমাণ করে এ অঞ্চলে মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল।

উয়ারী-বটেশ্বরে পাথরের তৈরি পুঁতি, পোড়ামাটির পুঁতি এবং তৈজসপত্রের ধরন দেখে বোঝা যায় তখন সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস বিদ্যমান ছিল। এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধাতব বস্তুর মধ্যে লোহা ও তামা নির্মিত প্রত্নবস্তু উল্লেখযোগ্য। এসব নিদর্শন ব্রোঞ্জ ও লৌহশিল্প বিকাশের ইজিাতবহ। উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নেত্রদেবীর মূর্তি, সূর্য আকৃতির ছাঁচ, ব্রোঞ্জ নির্মিত বিভিন্ন মূর্তি, সিংহের মূর্তি প্রভৃতি ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া পদ্ম মন্দির এবং বৌদ্ধ বিহারিকা এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো তৎকালীন সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। এ নিদর্শনগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণ সম্ভব হলে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস রচনার নতুন দিক উন্মোচন হবে।

প্রশ্ন ৮ মুগদাপাড়ায় প্রায় সারা বছর জলাবন্দ্বতা বিরাজ করে। ফলে জনগণ নানা দুর্ভোগ ও দুর্দশার মধ্যে দিন কাটায়। রফিক সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে এ অবস্থা দূর করার জন্যে এলাকার পাশের মজা খালটি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ছোট ছোট নালা কেটে খালের সাথে সংযোগ করে দেন। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা করেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনগণের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলেন।

◀ শিখনফল: ৭

- ক. কিউনিফর্ম কী? ১
- খ. লৌহযুগ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সিন্ধু সভ্যতার কোন বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত সভ্যতার অবদান কি নগর পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘কিউনিফর্ম’ হলো প্রাচীন সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম।

খ পাথর যুগের শেষ দিকেই ধাতুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে মানুষের। তামা আবিষ্কারের পর একসময় নগরসভ্যতা গড়ার যাত্রাপথে আরেকটি ক্ষমতাবান ধাতু ‘লোহার’ সন্ধান পায় মানুষ। তখন

মানুষ লোহার অস্ত্র ব্যবহার করতে শেখে। একই সাথে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে থাকে লোহা দিয়ে। যেমন— তীরের ফলা, কুঠার, বর্শাসহ অনেক দ্রব্য। ইতিহাসের এই সময়টিকে লৌহ যুগ বলা হয়।

গ রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নগর পরিকল্পনা পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালির সুরক্ষিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা সিন্ধু সভ্যতার পূর্বে আর কোনো সভ্যতা এতটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখাতে পারেনি। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা পথের ধারে কূপ খনন করে। বাড়ির উঠানেও কূপ ছিল। স্বাস্থ্যসম্মত নগর তৈরির বিবেচনায় ছিল বলে মাটির নিচে সুরক্ষিত পয়ঃপ্রণালি তৈরি করা হয়। বাড়ির ময়লা পানি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ড্রেনের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রত্যেকটি ড্রেনকে আবার যুক্ত করা হয় মূল পয়ঃপ্রণালির সাথে।

উদ্দীপকে মুগদাপাড়ায় প্রায় সারা বছর জলাবন্দ্বতা বিরাজ করায় জনগণ নানা দুর্ভোগ ও দুর্দশায় পতিত হয়। রফিক সাহেব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর মজা খাল সংস্কার করে এবং ছোট ছোট নালা কেটে খালের সাথে সংযোগ করে দেয়। তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা করেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করেন। যা সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে ইজিাত প্রদান করে

ঘ উদ্দীপকের রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই সভ্যতা শুধু নগর পরিকল্পনার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের আরও কিছু অবদান রয়েছে। নিচে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো—

সিন্ধু সভ্যতার লোকজন ওজন পরিমাপের জন্যে বাটখারার ব্যবস্থা করেছিল। শক্ত পাথর দিয়ে এসব বাটখারা তৈরি করা হতো। ছোট বাটখারাগুলো ছিল চার কোণার আর বড়গুলো ছিল কৌনিক ও গোলাকার। তাছাড়া এই কাজে তারা ব্রোঞ্জ ও কাঠের ব্যবহারও করত। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্যে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা স্কেল ব্যবহার করত। পরিমাপ দণ্ডে নির্দিষ্ট ইঞ্চির ঘর কাটা থাকত।

সিন্ধু সভ্যতা স্থাপত্যিক নিদর্শন তৈরিতেও এগিয়ে ছিল। তাদের বসবাসের ঘরগুলো এমনভাবে তৈরি করা হতো যাতে আলো-বাতাস ঠিকমতো খেলা করতে পারে। তাদের তৈরি কয়েকটি প্রাসাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। শস্য জমা রাখার জন্যে তারা গুদামঘর তৈরি করে। এটি ছিল ৪৬×২৩ মিটার।

এই সভ্যতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বৃহৎ স্নানাগার। ঘরটির পরিমাপ ৩০×৩৩ মিটার। মাঝখানে সাঁতার কাটার জন্যে বড় চৌবাচ্চাও ছিল।

সিন্ধু সভ্যতায় ভাস্কর্যের সন্ধানও পাওয়া যায়। যা থেকে তাদের ভাস্কর্য শিল্পে দক্ষতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। তাদের অধিকাংশ ভাস্কর্য ছিল পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি।